দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 06 2002

ইতিহাস বিকৃতি ॥ এক কলেজ ছাত্রের প্রতিক্রিয়া

স্কুলের এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলো, যার বাবা বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের একনিষ্ঠ সমর্থক। আজকাল স্বভাবতই দেখা যায় আমরা যারা কলেজপড়ুয়া, উঠতি বয়স, রক্ত গরম তারা নিজের বাবা অথবা পরিবারের পথ ধরেই বা মনোবৃত্তিকে অনুসরণ করেই রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠি নিজস্ব যুক্তি সহকারে, নিজের পরিবেশ ও পরিবার থেকে যা জেনে আসছি তাই ব্যক্ত করি সোচ্চার কণ্ঠে। তো সেই বন্ধু বলল, কিরে দোস্ত পেপার-টেপার কিছু পড়িস নাকি, কালকের (২৩-৩-২০০২) খবরটা কি পড়েছিস? আমি বললাম না, দু'দিন খবরের কাগজ পড়া হয়নি। কেন? আবার কি হলো (প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু তো ঘটেই চলেছে)? বন্ধু বলল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি বক্তব্য রেখেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখেই, গত ত্রিশ বছর নাকি ভুল ইতিহাস

লেখা হয়ে আসছে, এখনই আবার জনগণকে গত ত্রিশ বছরের ইতিহাস নতুন করে জানতে হবে। জনৈক বন্ধু বলল, "এটা মগের মুল্লুক নাকি? যা বলবে তাই হবে? আমি বললাম, এ ক'দিন তো তাই হয়ে আসছে। ও বলল, কিন্তু তাই বলে কোন কিছু বদলালেই কি প্রকৃত ইতিহাস বদলে যায়? আমি বললাম হয়ত যায়। না হলে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন এ কথা বলবেন? আমরা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেখেছি যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোন একটি প্রস্তাব দিলেই অথবা মত ব্যক্ত করলেই চারদিক তোলপাড় করে উঠত মন্তব্যের ঝড়, আলোচনা ও সমালোচনা। ফলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা বিবেচনা করে তার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেননি কিন্তু এ সরকারের আমলে আমরা দেখছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কোন একটি কথা ব্যক্ত করলেই তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে ফেলছেন অতি দ্রুত, তার ফলাফলের অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই। আমরা কলেজপড়ুয়া ছাত্র, যারা মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিনি কিন্তু তার চেতনায় সর্বদা দেদীপ্যমান, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানি, সেখানে তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে কিভাবে বলেন, এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঠিক নয়। বহির্বিশ্বে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের জন্য সদা উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত। বিশ্বের মানুষেরা অবাক হয়ে ভাবে একটি ভাষার জন্য বাঙালীরা শহীদ হতে, রক্ত করে দেশ স্বাধীন করতে পারে! যা আমরা করেছি। তাই বিস্ময়ে হতবাক, তাই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, বহির্বিশ্বের কাছে আমরা আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের জন্য যতটা সমুজ্জ্বল তা যেন আর বিকৃত করা না হয়, বিকৃত রাজনীতির সাথে যেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে জড়ানো না হয়। কারণ প্রকৃত ইতিহাসকে বার বার পাল্টানো যায় না, তা যা ছিল তাই থাকবে এবং মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তলেই থাকবে। তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি প্রকৃত ইতিহাসবিদদের দিয়ে আমাদের ইতিহাস পুনর্লিখিত করবেন। তাঁর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, প্রকৃত ইতিহাসবিদদের এ কথাটি বলে আর লজ্জা দেবেন না। তা না হলে কিন্তু প্রকৃত সত্য বের হয়ে যেতে পারে।

নাবীল মুনতাসীর
ঢাকা।